শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
আইন শাখা-১
পরিবহণ পুল ভবন (কক্ষ নং-৯১২)
সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।

পত্র সংখ্যা-৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.১৫২.১৯-০৪

তারিখঃ ১৭ পৌষ ১৪২৬ ব.
০১ জানুয়ারি ২০২০ খ্রি.

বিষয়ঃ রিট পিটিশন নং-১০১৬৭/২০১৯ মামলার বিষয়ে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণসহ গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে এ বিভাগকে অবহিতকরণ সংক্রান্ত।

সূত্র: মাননীয় উচ্চ আদালত হতে প্রাপ্ত রিট পিটিশন নং-১০১৬৭/২০১৯ মামলার রুলনিশি ও আর্জির কপি।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রের মাধ্যমে মাননীয় উচ্চ আদালত হতে প্রাপ্ত রিট পিটিশন নং-১০১৬৭/২০১৯ মামলার বিবরণ নিম্নরূপ:

রিট পিটিশন নং	পিটিশনার	রেসপনডেন্ট	মামলা দায়েরের কারণ/বিষয়
১০১৬৭/২০১৯	জনাব মো: আব্দুল লতিফ, জুনিয়র সহকারী শিক্ষক (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত), নয়নপুর দাখিল মাদ্রাসা, উপজেলা- মিঠাপুকুর, জেলা- রংপুর।	সচিব, টিএমইডি, ডিজি, ডিএমই, ডিজি, মাউশিঅ ও আরো অন্যান্যসহ মোট ৯ (নয়) জন।	বে-সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মাদ্রাসা) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা, ২০১৮ এর ১৮.৪ নং অনুচ্ছেদে "**প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারী ও ব্যবস্থাপনা কমিটির মধ্যকার বিরোধের কারণে বা তাদের মধ্যে সৃষ্ট মামলার কারণে বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ উত্তোলন সম্ভব না হলে পরবর্তীতে বকেয়া হিসাবে তা এমপিও খাত থেকে উত্তোলন করা যাবে না। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এর আর্থিক দায়-দায়িত্ব বহন করবে**" মর্মে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত অনুচ্ছেদের বিরুদ্ধে এবং পিটিশনার এর বকেয়া (নভেম্বর/১৯৯৩ হতে মে/২০১৪ পর্যন্ত) বেতন-ভাতার সরকারি অংশ (এমপিও) উৎসবভাতাসহ অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি নির্দেশনা প্রদানের দাবীতে পিটিশনার জনাব আব্দুল লতিফ কর্তৃক মাননীয় উচ্চ আদালতে রিট পিটিশন নং- ১০১৬৭/২০১৯ মামলা দায়ের করা হয়।

০২। উল্লেখ্য গত ২১/১০/২০১৯ তারিখে মাননীয় আদালত কর্তৃক শুনানী শেষে বে-সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মাদ্রাসা) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা, ২০১৮ এর ১৮.৪ নং অনুচ্ছেদে প্রদত্ত নির্দেশনা কেন বেআইনী ঘোষণ করা হবেনা; এবং পিটিশনারের বকেয়া (নভেম্বর/১৯৯৩ হতে মে/২০১৪ পর্যন্ত) বেতন-ভাতা'র সরকারি অংশ (এমপিও) উৎসব ভাতাসহ অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি প্রদানের জন্য কেন নির্দেশনা প্রদান করা হবে না; সে মর্মে ১৮/১১/২০১৯ তারিখ অথবা উক্ত তারিখের পূর্বে কারণ দর্শানোর জন্য প্রতিপক্ষগণের প্রতি নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছিল।

০৩। উপরিউক্ত নির্দেশনামতে রিট মামলার বিষয়ে সরকার পক্ষে জবাব (Affidavit in Opposition) দাখিল করা হয়েছে কিনা? না হয়ে থাকলে জরুরিভিত্তিতে মহামান্য আদালতে জবাব (Affidavit in Opposition) দাখিলের ব্যবস্থা গ্রহণক্রমে এ বিভাগকে অবহিত করা আবশ্যক।

০৪। যেহেতু টিএমইডি কর্তৃক জারীকৃত বে-সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মাদ্রাসা) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা, ২০১৮ এর বিরুদ্ধে বর্ণিত রিট মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং উক্ত রিট মামলায় ডিজি, ডিএমই-কে (৪ নং) রেসপনডেন্ট করা হয়েছে। সেহেতু বর্ণিত রিট মামলার বিষয়ে টিএমইডি তথা সরকার পক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণক্রমে টিএমইডি-কে অবহিত করা আবশ্যক।

০৫। এমতাবস্থায়, রিট পিটিশন নং-১০১৬৭/২০১৯ মামালার ২১/১০/২০১৯ তারিখের নির্দেশনা অনুযায়ী সরকার পক্ষে জবাব (Affidavit in Opposition) দাখিল হয়েছে কীনা হয়ে থাকলে এর হালনাগাদ তথ্যাদি, না হয়ে থাকলে জরুরিভিত্তিতে মহামান্য হাইকোর্টে জবাব (Affidavit in Opposition) দাখিলক্রমে আগামী ১৫/০১/২০২০ খ্রি: এর মধ্যে টিএমইডি-কে অবহিত (প্রমাণকসহ) জন্য নির্দেশক্রমে মহোদয়কে অনুরোধ করা হলো।

০১/০১/২০২০
(মো: আ: খালেক মিঞা)
সিনিয়র সহকারী সচিব (আইন)
ফোন-৪১০৫০১৫৭।

মহাপরিচালক
মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর
রেডক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার, লেভেল-৩
৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে:

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২। সিস্টেম এনালিস্ট, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় (পত্রটি ওয়েভসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৩। অতিরিক্ত সচিব (মাদ্রাসা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ,শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৪। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইন) / উপসচিব (অডিট ও আইন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৫। অফিস কপি/মাস্টার কপি।